W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 32/ WBHRC/SMC/2019

Date: 25. 02. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 24. 02. 2019, the news item is captioned ' বিস্ফোরণে মৃত মালদহের ৯'.

ADG-IW, WBHRC is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 5th April, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

25/2/2019
(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

U/O No. 58/WBHRC/SMC/32/19
Dt. 01/03/19

আনন্দবাজার পত্রিকা – ২৪/০২/২০১৯

বিস্ফোরণে মৃত মালদহের ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৩ ফেব্রুয়ারি: সাধারণ একটা কার্পেটের দোকান। পিছনে, লাগোয়া কারখানা। প্রতি দিনের মতো আজ দুপুরেও কাজ চলছিল সেখানে। আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। উত্তরপ্রদেশের ভদোহীর রোহতা বাজার এলাকার এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। এর মধ্যে ৯ জনই মালদহের বাসিন্দা। জখম কমপক্ষে ৬। খোঁজ নেই অনেকের।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কার্পেটের আড়ালে বাজি-ব্যবসা চলত ওই দোকানে। প্রচুর বাজি ও বাজি তৈরির মশলা মজুত ছিল দোকানের পিছনে কারখানায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের তিনটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দোকানটি যে বাড়িতে ছিল, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেটি। অনুমান, ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে আরও অনেকে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছেন স্থানীয়েরাও। জখমদের চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবারের প্রতি

■ **স্বজনহারা:** শনিবার মালদহের এনায়েতপুরে। *নিজস্ব চিত্র*

সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, দেহগুলি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে রাজ্য পুলিশ। তাঁর নির্দেশে রবিবার মালদহের এনায়েতপুরে যাচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিম ও শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে এনায়েতপুরে যাবেন তৃণমূল নেত্রী মৌসম নুরও। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি।

বছরের পর বছর ধরে ভদোহীতে কার্পেট তৈরি করতে যান মালদহের মানিকচকের বহু শ্রমিক। আজ কার্পেট কারখানার বিস্ফোরণে মৃত ৯ বাঙালিই মানিকচকের বাসিন্দা। ৮ জনের বাড়ি এনায়েতপুর গ্রামে। এক জন থাকতেন কামালপুরে। বিস্ফোরণে স্তম্ভিত মানিকচকের বাসিন্দারা। এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবু কালাম আজাদ বলেন, "কার্পেট কারখানায় বাজি কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।" আজ বিকেলে গ্রামে পৌঁছন মালদহের ডিএম কৌশিক ভট্টাচার্য, এসপি অর্ণব ঘোষ। তাঁদের কাছে ঘটনার তদন্তের দাবি করেন গ্রামবাসী।

জানা গিয়েছে, কার্পেটের দোকান মালিকের নাম কলিয়র মনসুরি। স্থানীয় বাসিন্দারাও দাবি করেছেন, ওই কারখানা আসলে মনসুরির বেআইনি বাজির গুদাম। এসপি রাজেশ এস জানিয়েছেন, চৌরি থানার এসএইচও অজয়কুমার সিংহ এবং পুলিশ চৌকির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রমোদ কুমার বর্মাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বারাণসীর আইজি পীযূষ শ্রীবাস্তবের কথায়, "একটাই বাঁচোয়া, বিস্ফোরণের সময়ে কারখানায় শ্রমিক কম ছিল।"

ভিতরে

■ **শোকেও অবাক এনায়েতপুর পৃঃ ৫**

P.T.O

আনন্দবাজার পত্রিকা 28/02/2022

কী করে দুর্ঘটনা, শোকের মধ্যেও অবাক এনায়েতপুর

অভিজিৎ সাহা

মানিকচক: দুই গ্রামের মধ্যে দূরত্ব সাতশো কিলোমিটারেরও বেশি। শনিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের ভদোহী থেকে এক ফোনে কান্নার রোল পড়ে গেল মালদহের এনায়েতপুরের একাধিক বাড়িতে।

মাত্র দু'দিন আগে কাজে যোগ দিতে ভদোহী গিয়েছিলেন দুই ভাই মহম্মদ গফ্‌ফর আলি ও মহম্মদ সুভন আনসারি। এ দিন তাঁদের বাড়িতে হাহাকার। তাঁদের কাকা আব্দুল কামাল মোমিনের ঘরেও বুক চাপড়ে কাঁদছেন আত্মীয়েরা। কিছু দূর গেলেই আব্দুল কাদির ও জাহাঙ্গির মোমিনের বাড়ি। এই দুই ভাইয়ের ঘরেও শোক।

শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার এই এক ফোন গোটা মহল্লাকে জানিয়ে দিয়েছে, বারাণসী থেকে কিছু দূরের গ্রাম ভদোহীতে যে কার্পেট তৈরির কারখানায় কাজ করতেন এনায়েতপুরের বেশ কয়েক জন বাসিন্দা, সেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে। যে ১৩ জন মারা গিয়েছেন ওই ঘটনায়, তার মধ্যে রয়েছেন এই এলাকার আট জন। আছেন পাশের কামালপুরের আরও এক জন। পুরোটাই মানিকচক থানার অধীনে।

সুভন ও গফ্‌ফরের বাবা মহম্মদ মজিদ আনসারি বলেন, "অনেক দিন ধরেই ওরা কার্পেট তৈরির কাজ করে। ভাল কাজও শিখেছিল। এ বার গ্রামে থেকেই কার্পেট তৈরি করবে বলে ভাবছিল ওরা। কিন্তু সব কিছু তো শেষ হয়ে গেল!" দুই ছেলের মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ জাহাঙ্গিরের বাবা সাধরুল মোমিন। তিনি বলেন, "আমাদের সব শেষ! কী করে এমন হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

প্রতিবেশীরা জানালেন, প্রায় দু'দশক ধরে ভদোহীতে কার্পেট তৈরির কাজে যাচ্ছেন গ্রামের শ্রমিকেরা। কিন্তু কার্পেট কারখানায় বিস্ফোরণ কী করে হল, কেউই বুঝতে পারছেন না। এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবু কালাম আজাদ বলেন, "ফোন করে গ্রামেরই অন্য শ্রমিকেরা ঘটনাটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কাউকে ফোনে পাচ্ছি না। উদ্বেগ আরও বেড়েছে।" এ দিন দুপুরে এনায়েতপুর যান মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল এবং জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। ছিলেন পুলিশ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। জেলাশাসক বলেন, "উত্তরপ্রদেশ থেকে মৃতদেহ আনার পরিকল্পনা চলছে। পুলিশ ও প্রশাসনের কমিটি গড়া হয়েছে। তাঁরা উত্তরপ্রদেশ রওনা দিয়েছেন।"

■ **ভরসা:** মৃতদের পরিজনের পাশে ফিরহাদ হাকিম ও মৌসম নুর। রবিবার এনায়েতপুরে। *নিজস্ব চিত্র*

কী ভাবে ঘটল বিস্ফোরণ, তদন্ত চায় শোকার্ত গ্রাম

অভিজিৎ সাহা

গ্রামে ঢোকার আগে থেকেই শোনা যাচ্ছে কান্নার শব্দ। গ্রামে ঢুকলে পড়তে হচ্ছে ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে।

উত্তরপ্রদেশের ভদোহীতে কার্পেট কারখানায় কাজ করতে গিয়ে বিস্ফোরণে শনিবার এনায়েতপুরের ৮ জন সহ মালদহের মোট ৯ জন মারা গিয়েছেন। বিস্ফোরণ নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা কাটেনি। রোহতা বাজার এলাকায় ওই কার্পেট কারখানার অন্তরালে কী হত, তার তদন্ত দাবি করেছেন গ্রামের মানুষ।

রবিবার দুপুরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এনায়েতপুরে গেলে শোকার্ত গ্রামের মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরেন। বিস্ফোরণে মৃত জাহাঙ্গির আনসারি ও কাদির আনসারির মা তাইরুন বেওয়া বলেন, "ছেলেরা কোনও দিনই বলেনি, ওখানে বাজি কিংবা বেআইনি কিছু তৈরি হত। কার্পেট তৈরি করতে করতে দু'ছেলের বাঁ হাতে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল। এখন শুনছি বিস্ফোরণে ছেলেদের মৃত্যু হয়েছে। তাই আমরা চাই ঘটনার তদন্ত হোক।"

ফিরহাদও বলেন, "আমরাও চাই তদন্ত হোক। তবে জানি ঠিক তদন্ত হবে না। ক্ষমতার পরিবর্তন হলে অবশ্যই যথার্থ তদন্ত হবে।" বিজেপির জেলা সভাপতি সঞ্জিৎ মিশ্রের অবশ্য দাবি, "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা দেশের মানুষ জানেন। তা ঢাকতেই এখন উত্তরপ্রদেশের কথা বলছেন ফিরহাদ।"

ফিরহাদ জানান, মঙ্গলবার দেহগুলি গ্রামে নিয়ে আসার কথা। তিনি জানান, রাজ্য পুলিশ উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে। দেহগুলি নিয়ে আসার পাশাপাশি ঠিক কী হয়েছে, তাও উত্তরপ্রদেশের পুলিশের সঙ্গে থেকে খতিয়ে দেখবে রাজ্য পুলিশের ওই দলটি।

এ দিন মৌসম নুরও ছিলেন ফিরহাদের সঙ্গে। তাঁরা এনায়েতপুর ও কামালপুরে যান। মৃতদের পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকা করে চেক দিয়েছেন। তবে, অনেক বাড়িতেই এখন সংসার কী ভাবে চলবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ফিরহাদ বলেন, "ভাতা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরিরও ব্যবস্থা করা হবে।"

গ্রামের মানুষের কিন্তু বক্তব্য, এলাকায় কাজের অভাব। রুজির টানে তাই ভিন্ রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যেতেই হচ্ছে মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলোর প্রত্যন্ত এলাকার বহু লোককে। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা যাচ্ছেন। বছরখানেক আগেও রাজস্থানে কাজে গিয়ে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিলেন কালিয়াচকের জালালপুর গ্রামের বাসিন্দা আফরাজুল হক। জুলাইয়ের শেষ দিকে উত্তর প্রদেশের বরেলীতে কেবল পাতার কাজ করতে গিয়ে গর্তে নেমে মাটি চাপা পড়ে মারা যান। তা নিয়েও কম হইচই হয়নি। অথচ এখনও রুজির টানে ভিন্ রাজ্যে যেতে হচ্ছে। ফিরহাদ জানান, সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে।

কলেজের অনুষ্ঠান বন্ধ করার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

অনুষ্ঠান চলছিল কলেজে। আচমকা মঞ্চে উঠে মাইক কেড়ে নেয় জনা কয়েক যুবক। কাশ্মীরে জওয়ানদের নিহত হওয়ার ঘটনায় যখন গোটা দেশ শোকাহত, সেই সময়ে এমন নাচ-গান করা চলবে না বলে দাবি করে তারা। পূর্ব বর্ধমানের গলসি কলেজে 'সোশ্যাল' অনুষ্ঠানে এ ভাবে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কয়েক জন বহিরাগতের বিরুদ্ধে।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ ওই যুবকদের বাধায় অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কোনও গোলমালের কথা মানতে চাননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষ কুমারেশ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "শনিবার থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। রবিবার বিকেল ৩টে নাগাদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। হয়তো তার একটু আগে শেষ হয়েছে। গণ্ডগোল তেমন কিছু হয়নি।"

অনুষ্ঠানে হাজির থাকা পড়ুয়াদের অভিযোগ, মঞ্চে উঠে যারা অশান্তি পাকিয়েছে, তারা এই কলেজেরই প্রাক্তন পড়ুয়া। টিএমসিপি-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারা। অনুষ্ঠান নিয়ে সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতের অমিলের জেরেই এই গোলমাল বলেও ছাত্রছাত্রীদের একাংশের দাবি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনা কয়েক পড়ুয়া বলেন, "কয়েকজন মাঝপথে মঞ্চে উঠে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। প্রতিবাদ করতে গেলে হাতাহাতিও বাধে।" তবে অধ্যক্ষের মতোই স্থানীয় বিধায়ক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অলোককুমার মাজি দাবি করেন, "নির্দিষ্ট সময়ে